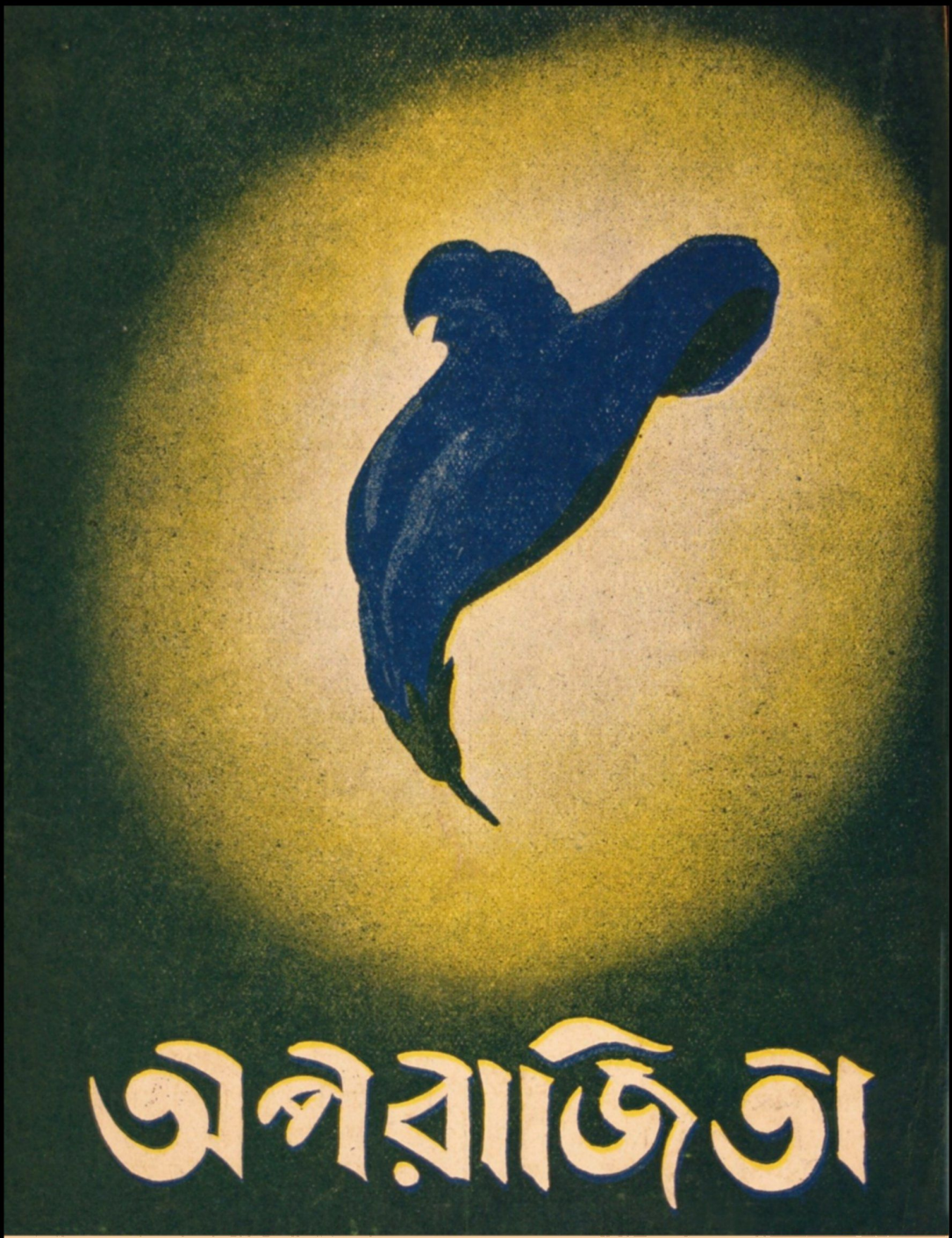

অপরাজিতা

পরিচালনায়

পার্থসারথি

প্রযোজনায়

এস, ডি, নারাং

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল স্টুডিওর নিবেদন

নারাং পিক্‌চার্সের অপরাজিতা

প্রযোজনা
সত্যদেব নারাং

*

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
"পার্থ সারথি"

কাহিনী ও সংলাপ :—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

—রূপায়ণে—

মলিনা, পাহাড়ী, ছবি, কমল, স্মৃতিরেখা, নীলিমা দাশ, প্রভা, অপর্ণা, কানু, তুলসী, ধীরাজ দাশ, গৌতম, ননী মজুমদার, মনোরমা, উষাবতী, ছবি রায়, যমুনা, চাঁদ, বীরেন চ্যাটার্জী, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, ধীরেন মুখার্জী, পরেশ, শিবু সিংহ, কার্ত্তিক, অনিল, রূপ গোস্বামী, অমর, কুমারী প্রতিমা, কুমারী দীপা, মাষ্টার সুভাষ, মাষ্টার জয়ন্ত প্রভৃতি।

গীত :
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
"নৃত্যের তালে তালে"
এবং কবি শৈলেন রায়
আলোক-চিত্রে : ডি, মেহতা
সহযোগিতায় : রতন দাস
শব্দগ্রহণে : অবনী চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত-পরিচালনায় : গোপেন মল্লিক
সহযোগী : গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য
রবীন্দ্র-সঙ্গীতে : দ্বিজেন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদনায় : রমেশ যোশী

নৃত্য পরিচালনায় :
বি, কে, মেনন ও পিনাকী
শিল্প-নির্দ্দেশে : অনিল পাল
স্থির-চিত্রে : এস্, কে, দাশগুপ্ত
রূপ-সজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী
পরিচ্ছদে : ষ্টাইল ও টেলারিং হাউস
আলোক সম্পাতে : লছমন মিস্ত্রি
দৃশ্যপটে : ছেদিলাল
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায় : প্রফুল্লচন্দ্র নন্দী
প্রযোজনা-ব্যবস্থাপনায় : ব্রহ্মদেব নারাং
সাধারণ-ব্যবস্থাপনায় : কে, মাধব
প্রধান-ব্যবস্থাপনায় : বিষ্ণুদত্ত নারাং

—সহকারীবৃন্দ—

কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় : প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলোক চিত্রে : রাম অযোধ্যা ও রামচন্দ্র
শব্দ-গ্রহণে : ধীরেন পাল
সঙ্গীত-পরিচালনায় : জানকী দত্ত
সম্পাদনায় : নরেশ দাস

স্থির-চিত্রে : এম্, পি, এন্, নায়ার
রূপ-সজ্জায় : প্রদীপ
সাজ-সজ্জায় : কালু বাহাদুর
ব্যবস্থাপনায় : দাশ, বীরেন ও নায়ার

নির্ম্মাতা : বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিও, ৮৬, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা
চিত্র-পরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিঃ ও ইউনাইটেড সাইন ল্যাবরেটরীজ লিঃ।

পরিবেশনা : মতিমহল থিয়েটার্স, ৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

— কাহিনী —

রূপই নারীর সৌন্দর্য্য নয়। জীবনের স্তরে স্তরে গুণের বিকাশে ফুটে ওঠে তাঁর রূপ মাধুরিমা। কুমারীর কমনীয়তা, বধূর পতিপ্রীতি, জননীর স্নেহ সুধাধারা, গৃহিনীর সহনশীলতাই নারী চরিত্রের মহিমময়ী রূপ। জীবন সংগ্রামে এ হেন নারীই হ'তে পারেন অপরাজিতা।

রামলাল ও হীরালাল দুই ভাইয়ের সুখের সংসার। বড় ভাই রামলাল রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার—তাই পৈত্রিক ভিটা সত্যগ্রামে হ'লেও তাঁকে ক্রোশ দুই দূরে কল্যাণপুরেই থাকতে হয়। ছোট ভাই হীরালালকে তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে সত্যগ্রাম বাজারে একটী দোকান খুলে দেন। ছোট ভাইয়ের চেষ্টা যত্নে দোকানটী বেশ বড় হ'য়ে ওঠে। এক সময় পাপগ্রহ রূপে হীরালালের শ্যালক পুত্র জলধর তাঁদের সংসারে প্রবেশ করে। তার অসহায় অবস্থা দেখে রামলাল তাকে নিজ সেরেস্তায় চাকুরীতে বসিয়ে দেন।

রামলাল সাহিত্যানুরাগী। ছুটি-ছাটায় বাড়ী এলে বই লেখার বাতিক যেন তাঁকে পেয়ে বসে। সেবার ছুটি নিয়ে বাড়ী আসার ক'দিন পরে কল্যাণপুরের রাজাবাহাদুর শঙ্করনাথ তাঁর একমাত্র পুত্র অমরনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসবে সপরিবারে রামলালকে নিমন্ত্রণ ক'রে যান, নিজে তাঁর বাড়ীতে এসে। রামলাল কর্ম্মস্থলে চ'লে যাবার পর জলধর ও হীরালালের স্ত্রী তুলসীর প্ররোচনায় রামলালের স্ত্রী সতীর সঙ্গে হীরালাল তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। স্বামীর মুখ রক্ষার জন্য বাধ্য হ'য়েই সতীকে নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিমন্ত্রণ যেতে হয়।

সেরেস্তার হিসাবে গরমিল করার দরুণ রামলালের কাছে লাঞ্ছিত হ'য়ে জলধর তাঁকে জব্দ করার ফন্দীতে হীরালালকেও হাত করে। কুচক্রীরা জাল বোনে, উৎসবের দিন ঘনিয়ে আসে; জনসমাগমে শঙ্করনাথের বাড়ী মুখর

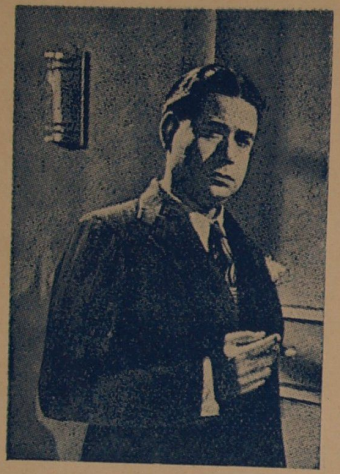

হ'য়ে ওঠে। শঙ্করনাথের কলকাতার বন্ধু তথা অমরনাথের ভাবী শ্বশুর কেটি সাহেব সপরিবার উৎসবে যোগ দিতে আসেন। রাজাবাহাদুরের ভাবী পুত্রবধূ কেটি সাহেবের কন্যা মিলি হঠাৎ রামলালের বড় মেয়ে কল্পনাকে অপমান ক'রে বসে।

উৎসব রাত্রে মিলির একটী মুক্তোর হার চুরি যায়। কেটি সাহেবের সঙ্গীরা পাকে চক্রে রামলালকেই চোর সাব্যস্ত করে। সাধু প্রকৃতি রামলাল সে আঘাত সহ্য ক'রতে না পেরে মাথা হারিয়ে ফেলেন। পাগল স্বামী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সতী সত্যগ্রামে ফিরে গিয়ে দেখে সংসারের হাওয়া একেবারে ব'দ্‌লে গেছে। হীরালালের কাছে কোনও সাহায্য পাবার আশা তার নেই।

সতীর জীবনে প্রথম বিপর্য্যয় স্বামীর মস্তিস্ক বিকৃতিতে এবং দ্বিতীয় বিপর্য্যয় দেবরের অনমনীয় রূঢ় ব্যবহারে। ভেবে ভেবে সে আকুল হ'য়ে ওঠে; কোথায় সে যায়—কোথায় গেলে এতটুকু সান্ত্বনা পায়! পাগল স্বামী, বিবাহোপযুক্তা কন্যা কল্পনা এবং আরও তিনটী শিশু-সন্তানের হাত ধোরে তাকে নেমে আস্‌তে হয় পথে; ভাগ্যের সঙ্গে সুরু হয় এক পল্লী-ললনার দ্বন্দ্ব।

তারপর? চিত্রে এর পরিণতি দেখুন।

———

* সঙ্গীত *

(১)

নৃত্যের তালে তালে নটরাজ ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণ পবন পরশে সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও অমল কমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্ব অণুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া॥
তোমায় বিশ্ব নাচের দোলায় বাঁধন পরায়, বাঁধন
খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'লো বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণ বেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে॥
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২)

নতুন পৃথিবী গড়িতে হবে যে তোর
চেয়ে দেখ্ ঐ অরুণ আকাশ
জেগেছে নতুন ভোর।
রঙের আগুনে আকাশ হয়েছে লাল
সে আগুনে তোর অপন হৃদয় জ্বাল
যুগের দেবতা জেগেছে আজিরে
কেটেছে রাত্রি ঘোর।

শ্মশানের বুকে জীবনের জয় গান
ডম্বরু লও তুলি—
কালের শাথায় জীর্ণ পত্রগুলি
ধূলিতলে হোক্ ধূলি—
শক্তি এনেছে মুক্তির বরাভয়
গ্লানি অপমান ভীরুতার হোক ক্ষয়
নব জনমের উদয় শিখরে
মোছ এ অশ্রুলোর!

(৩)

আমি যে প্রাণের প্রদীপ গানে গানে চাই জ্বালাতে
অগ্নিরাগের গান ধরেছি আঁধার রাতে।
তারারা অন্ধকারে নীল গগনে দুলে দুলে
আকাশে আগুন ছড়ায় নয়ন তুলে—দুলে দুলে—
আমি যে সবার হিয়ায় প্রাণের শিখায় দীপালিকায়
চাই সাজাতে,
অগ্নিরাগের গান ধরেছি আঁধার রাতে।

মিছে আর অন্ধকারে লুকাস্ কেন অশ্রুধারে
আগুনে দে পুড়িয়ে দে জ্বালিয়ে ব্যর্থতারে
পুলকে চঞ্চলিয়া উঠুক হিয়া নেচে নেচে
আলোকের গান জেগেছে প্রাণ মেতেছে নেচে নেচে
আমি যে প্রাণের রঙে গানের রঙে নিখিল হিয়া চাই
রাঙাতে
অগ্নিরাগের গান ধরেছি আঁধার রাতে।

(৪)

কুহু কেকা বেণু বীণা মোর গানে দোলে হায়,
এই সুরে প্রজাপতি ফুলে ফুলে দুলে যায়।
স্বপ্নের পারিজাত মোর গানে ফুট্‌লো—

নন্দন বনে তাই মৌমাছি জুট্‌লো—
চাঁদ বলে হায় হায় কে এমন গান গায়
জোছনায় পরী নাচে তালে তালে লহরায়!
আমি যে খুসীর দোলা ব্যথা ভরা চিত্তে,
মুখরিত ময়ূরের পুলকিত নৃত্যে,
সাগরের ঢেউ আমি ছন্দের হিন্দোল
পিয়াল পাতায় তুলি নুপুরের মধুরোল—
মোর গান ব'য়ে যায় স্বর্ণের ঝরণায়
তারার দেয়ালি জ্বালি আকাশের নীলিমায়!

—কবি শৈলেন রায়

—●—

IN BENGAL CIRCUIT BEING SHORTLY RELEASED

HIT OF NEXT SEASON

Tunes bound to have long popularity

&

music as strong as an explosive

P. A. P. LTD'S.

SHAGAN

(In Simple Hindustani)

Starring :—

★ Sulochana Chatarjee, ★ Wasti,
★ Kamal Kapoor, ★ Ranjit Kumari,
★ Bhudo Advani etc.

Being Shortly Released at key centre

Music — Hussanlal Bhagatram

Direction — A. S Arora

Sole Distributors :—

MATIMAHAL THEATRES LTD.

68, COTTON STREET, CALCUTTA—7

Telephone :—B.B. 4894 **Telegram :—TEJOMAYA**

Printed by—GLASGOW PRINTING Co., Ltd., HOWRAH.